অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা রাজন স্বর্ণকার আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার আরও এক এজেন্ট রাজন আলীকে (২০) আটক করেছে ডিবি পুলিশ। এনিয়ে পুলিশ অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ২২ হোতাকে আটক করেছে। ফলে অনলাইন জুয়ার দূর্গ তছনছ হতে শুরু করেছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এসআই মনিনের নেতৃত্বে কোমরপুর বাজারের ফিলিং স্টেশনের কাছে থেকে পুলিশের যৌথ টিম তাকে আটক করে। তার কাছে থেকে একটি আইফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রাজন সরদার কোমরপুর গ্রামের ইমদাদুল হক ওরফে ইন্তা সরদারের ছেলে। রাজন রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট মেলবেট ও লাইনবেটের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। তার ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করে তার ফুফাত ভাই রোহান ওরফে ইয়েন, অর্নব আহমেদ, নুরপুরের আসিফ হাসান। তার চ্যানেলের নাম মেলবেট রাজন নাগাদ ও মেলবেট রাজন বিকাশ।

জানা গেছে, রাজন আলী সরদারের বাবা ইন্তা সরকার ৩ বছর আগেও স্বর্ণকার হিসেবে সোনার গহণা তৈরি করতো। করোনার শুরুর দিকে যখন অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম শুরু হয় তখন মেলবেটের একটি চ্যানেল নিয়ে কাজ শুরু করে রাজন আলী। তারপর থেকে তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এর পর কোটি টাকার উপরে বিনিয়োগ করে চোখ ধাঁধানো ডেকোরেশন দিয়ে গড়ে তোলেন রোহান জুয়েলার্সসহ তিনটি জুয়েলারি দোকানের মালিক। প্রায় ১১ লাখ টাকা মূল্যের দুটি মোটরসাইকেল কিনেছেন। যখন যেটা মন চাই তখন সেটা ব্যবহার করেন।

এদিকে, মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়ায় অবৈধ ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে পাচার করছেন কোটি কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের প্রভাবশালী এক নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বার নামের এক ইউপি সদস্য। তিনি মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান সদস্য এবং কোমরপুর গ্রামের বাসিন্দা। আনোয়ার হোসেন নামের আরো এক বিকাশের সাবেক কর্মী। তিনি গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে। মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে সেগুলো পাঠকদের সামনে তুরে ধরবে। এছাড়া অনলাইন জুয়ার সংবাদ নিয়ে ইতোমধ্যে জামান উদ্দিন, নরুল ইসলাম ও মাদার আলীর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের সম্পদের সকল তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনের হাতে এসে পৌছেছে। পরবর্তিতে তাদের সম্পদের খবরও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক এসকল জুয়াড়ুদের কাছে থেকে নিয়মিত মাসোহারা নিতেন। মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ নিয়ে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর থেকে রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ওই সকল নেতা ও সাংবাদিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা।
মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অনলাইন জুয়া নিয়ে অনুসন্ধান এবং কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে অনলাইন জুয়া নিয়ে উঠে এসেছে নানা তথ্য।

মেহেরপুর অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে মেহেরপুরের ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানা পুলিশ ও সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে ২২ জন অনলাইন জুয়ার হোতাকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিক অনুসন্ধানি প্রতিদেবন প্রকাশ করায় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে জেলার বাইরে গিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং জেলার বাইরে থেকে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য কোম্পানীর এজেন্ট সংগ্রহ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য।

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ নিচের লিঙ্কগুলোতে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

এবার মেহেরপুর শহর থেকে আটক অনলাইন জুয়ার আরও চার এজেন্ট

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

হরিণাকুন্ডুতে জসিম হত্যার আসামী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কাপাশাটিয়া ইউনিয়নের ভালকী গ্রামের নবীছদ্দীনের ছেলে জসিম উদ্দীন (৩৫)নামের এক ব্যাক্তির হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংবাদ সম্মেলন করছেন হরিণাকুণ্ডু থানা পুলিশ।

আজ শুক্রবার (১৮ নভেম্বর) সকাল ১১ ঘটিকায় হরিণাকুণ্ডু থানাতে হত্যার ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন,থানা অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ সাইফুল

ইসলাম। জসিম উদ্দীন দ্বীর্ঘ্য দিন ধরে বিভিন্ন নারীর সাথে মেলামেশা করার কারণে নিহতের স্ত্রীর মনের মধ্যে প্রতিশোধের নেশা জন্ম হয়। এক পর্যায়ে স্ত্রী রিতা খাতুন একই গ্রামের জালাল মণ্ডলের ছেলে মালেকের সাথে যোগাযোগ করে স্বামী জসিম উদ্দীনকে হত্যার শড়যন্ত্র করে।

সুযোগ বুঝে গত ১৬ নভেম্বর মালেক ও রিতা খাতুন তাকে দুধের সাথে ঘুমের ঔষধ খাওয়ালে স্বামী জসিম অবচেতন হয়ে যায়। পরবর্তীতে তাকে টেনে হিচড়ে বাড়ির পার্শের মেহগনি বাগানে নিয়ে গিয়ে গলায় দড়ি প্যাঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার ঘটনা ঘটায় বলে জানান এই শীর্ষ কর্মকর্তা। আলামত হিসেবে ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা দড়ি ও টিশার্ট পাওয়া গেছে। হত্যার ১৩ ঘন্টার মধ্যেই আসামী গ্রেপ্তারে সক্ষম হয় থানা পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃতদের ৩০২/৩৪ প্যানাল কোডে, ৬ নং মামলা রুজু করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

এ সময়ে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন,থানা সেকেণ্ড অফিসার এস আই দিপ্তেশ রায়, এস আই অনিশ,ও এস আই রেজওয়ান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হরিণাকুণ্ডুতে কর্মরত সকল ইলেক্ট্রনিকস ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ সহ আরও অনেকেই।

দর্শনায় গাজাসহ রাজ্জাক গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাজাসহ আব্দুর রাজ্জাকে গ্রেফতার করেছে।পুলিশ জানায়, আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় আকন্দবাড়িয়া গ্রামে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই আহম্মেদ বিশ্বাস গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া মুকুলের বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর। পুলিশ একটি ব্যাটারি চালিত পাখিভ্যান কে চ্যালেন্জ করে তল্লাসী শুরু করে।পরে পাখির ভ্যানের ভিতর থেকে অভিনব কায়দায় প্লাষ্টিকের কাগজে

মোড়ানো ১ কেজি গাজাসহ দর্শনা পৌরসভার ঈঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের গোলাম হোসেনের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৪০) কে পাখিভ্যানসহ গ্রেফতার করে।

আজ তার বিরুদ্বে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

ডাক্তার লিটনের ভুল চিকিৎসার খেসারত দিচ্ছে রোগী

তিনি সার্জারী ডাক্তার নন। সার্জারী করার বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণও নেই তার। অথচ, সরকারি দায়ীত্ব ফাঁকি দিয়ে নিজের ক্লিনিকে প্রতিদিনই করছেন নানা ধরণের জটিল রোগের অপারেশন।

ভারতের প্রখ্যাত শিল্পী নচিকেতার গাওয়া সেই বিখ্যাত ‘ও ডাক্তার’ গানের বাস্তবতা মিলেছে পেশাগত চরিত্রে, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের প্রেষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার মেহেদী হাসান লিটনের বিরুদ্ধে।

চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটন শুধুমাত্র একজন এমবিবিএস হলেও এনেসথেসিয়া চিকিৎসক বাদেই একাই মহিলাদের সিজারসহ জটিল রোগীদের অপারেশন করার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে।

তার নিজস্ব ক্লিনিক ‘আমঝুপি জাহানারা ল্যাব এন্ড নার্সিং হোমেই’ করে থাকেন জটিল রোগের অপারেশন কার্যক্রম। চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটনের অপচিকিৎসার স্বীকার তার নিজ গ্রামের হতদরিদ্র তারিক আজিজ লিটন। মেহেদী হাসানের অপচিকিৎসায় তারিক আজিজ লিটন প্রানে বেঁচে থাকলেও যুদ্ধ করছেন রোগের কাছে।

তারিক আজিজ জানান, সম্প্রতি আমার পেটে যন্ত্রণা উঠলে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হই। সেখানে আল্ট্রাসনোগ্রাম করে আমার এ্যাপান্ড্রিক ধরা পড়ে। জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক আমাকে দ্রুত অপারেশন করার পরামর্শ দেন।

চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটন আমার গ্রামের ছেলে হওয়ায় আমি তার পরামর্শ নিই। সে আমাকে তার নিজ ক্লিনিক জাহানার ল্যাব এন্ড নার্সিং হোমে আসতে বলেন। আমি সেখানে গেলে বেশ কয়েকটি টেষ্ট করে। পরে রিপোর্ট দেখে অতিদ্রুত অপারেশন করার পরামর্শ দেন। আমি তার কথামত রাজি হই। তার সাথে অপারেশন বাবদ ১২ হাজার টাকা চুক্তি হয়। সেখানে বলা হয়েছে বাইরের ডাক্তার আসবে, এবং ওষধপত্র দেবে। তার নিজের ক্লিনিকে ৯ নভেম্বর আমার অপারেশ করা হয়। অপারেশন করার সময় মাত্র একজন নার্স নিয়ে চিকিৎসক মেহেদী হাসান একাই আমার অপারেশন করেন। দুই ঘন্টা যাবৎ আমার অপারেশন করেন মেহেদী হাসান। পরে আবার সেলাই দিয়ে বলে আমার পেটে আরো জটিল রোগ আছে। দুটো অপারেশন করতে হবে এমন কথা বলে বাড়ি ফিরিয়ে দেন চিকিৎসক মেহেদী হাসান। তার সাথে ১২ হাজার টাকার চুক্তির বিপরীতে কৌশলে সে প্রায় ২৫ হাজার টাকা লুটে নিয়েছে সে।

বাড়ি ফিরে এসে আমার পেটের যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়। পরে ঢাকার ইসলামিক ব্যাংক হাসপাতালে গেলে কয়েকটি টেষ্ট করেন সেখানকার চিকিৎসকরা। সেখানে এ্যাপান্ডিক হয়েছে বলে জানিয়ে অপারেশন করার পরামর্শ দেন। পরে ২৯ অক্টোবর সেখানেই অপারেশন করি।

অপারেশন করতে গিয়ে সেখানকার চিকিৎসকরা জানান আমার পেটের মধ্যে নাড়ি-ভুড়ি ওলট পালট করে রেখেছে। এজন্য আমার এতো কষ্ট হয়েছে। সেখানে অপারেশন করে বাড়ি ফিরেছি। এখন আমি প্রাণে বেঁচে থাকলেও ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছি। তবে, তার সুস্থ্য হতে গিয়ে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ হয়েছে বলেও জানান অসহায় তারিক আজিজ লিটন।

এলাকায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, প্রতিদিনই মেহেদী হাসান লিটন তার ক্লিনিকে মহিলাদের সিজারিয়ানসহ সকল ধরনের জটিল রোগের অপারেশন করছেন। তার অপচিকিৎসায় এলাকায় অনেক এখন মৃত্যুর মুখে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মেহেদী হাসান লিটন মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত। সপ্তাহের তিন দিন জেলা কারাগারের চিকিৎসক হিসেবে সরকারি দায়ীত্ব পালন করেন। বাকি তিনদিন রবিবার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে।

জেলা কারাগারের একটি দায়ীত্বশীল সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এর মত বাজে মেডিকেল অফিসার আমার জীবনেও দেখিনি। সে তার

[redacted]

[redacted]

জেলাতে এরকম জিনিস আছে যেটা মেহেরপুর পৌর বাসী পেতে চলেছে। এ সময় দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

কোটচাঁদপুরে বিষপানে কিশোর আব্দুল গণি মৃত্যু

বিষপানের ১২ দিন পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন আব্দুল গণি(১৫)। শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর নিজ বাড়িতেই মারা যায় সে।

মৃতের বড় ভাই আরজু রহমান বলেন,আমার কাছে মোবাইল কিনে দেওয়ার কথা বলে। আমি তাঁর কাছে ১০ দিনের সময় চেয়ে নিই। এরমধ্যে গেল ৭ নভেম্বর ঘাস পোড়া বিষপান পান করেন আব্দুল গনি (১৫)। জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

৩ দিন চিকিৎসার পর,তাকে যশোর আড়াইশ শয্য হাসপাতালে রেফার্ড করেন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক। পরে গনিকে চিকিৎসা করিয়ে বাড়িতে আনা হয়। এরপর আরো একটু উন্নত চিকিৎসার জন্য, তাকে রাজশাহী মেডিকেলে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয় বাড়ি এনে রাখি। বৃহস্পতিবার ভোর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। শুক্রবার সকাল ৭ টার সময় সে মারা যায়।

আব্দুল গণি কোটচাঁদপুর উপজেলার সাবদারপুর স্টেশন পাড়ার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে। বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার সাবদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) ফিরোজ ইকবাল বলেন,মৃতের সুরত হাল করে, লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। কোটচাঁদপুর থানায় এ সংক্রান্ত অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে খেজুরের গাছিরা ব্যাস্ত সময় পার করছেন

কয়েক দিন ধরেই শীতের আমেজ শুরু হয়েছে। প্রতি বছরের মতো মেহেরপুরের গাছিরা খেজুরের রস আহরণের জন্য তোড়জোড় শুরু করেছেন। এখন গাছ তোলার কাজে ব্যাস্ত। এক সপ্তাহ পরই আবার চাছ দিয়ে নলি, গুজা লাগানো হবে। খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে তিন স্তর পেরিয়ে পক্ষকাল পরেই রস আহরণ শুরু হবে।
শুক্রবার (১৮ নভেম্বর) সকালের দিকে গাংনী-কাথুলি সড়কের সাহারবাটি মাঠে দেখা গেলো খেজুর গাছ তোলা চাছার দৃশ্য।
সাহারবাটি গ্রামের আজম আলী দা, দড়ি পিঠে ঝুঁড়ি বেধে খেজুর গাছ তোলা চাছার কাজে ব্যাস্ত। তিনি জানান, এবছর আমার ৭২ টি গাছ নেওয়া আছে। গাছের মালিকদের ১ কেজি করে গুড় দিতে হবে।এই সিজিনে এক লাখ টাকা লাভ করবে বলে জানালেন এই গাছি।
আজম আলী বলেন, গাছ কাটা, রস জ্বালানো ও গুড়-পাটালি তৈরির উপকরণের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার অন্য বছরগুলোর তুলনায় গুড়-পাটালির দাম বেশি হবে।

ছবি ও ক্যাপশন জুলফিকার আলী কানন

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ উদ্বোধন উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের প্রেস ব্রিফ

আগামী ১৯ নভেম্বর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ উদ্বোধন উপলক্ষে প্রেস ব্রিফ করেছেন ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এই প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিতব্য ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ মেলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক।

এসময় স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক (ডিডিএলজি) মৃধা মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাস।

উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক মন্টুসহ বিভিন্ন পত্রিকার স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ।

জেলা প্রশাসক প্রেস ব্রিফিং এ বলেন, প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা, এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষে সরকার প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিচ্ছেন।প্রযুক্তি বান্ধব নানা উদ্ভাবনের মাধ্যমে নাগরিক জীবনকে আরো সহজ সমৃদ্ধ এবং স্মার্ট করে গড়ে তুলতে সারাদেশের উদ্ভাবকদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা দেশের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে দেশব্যাপী আয়োজন করছে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২।

সরকারি অফিসের মাধ্যমে নাগরিকদের সামনে সেবা উপস্থাপনার সংস্কৃতি চর্চা উদ্ভাবনী মেলা থেকে নাগরিকদের সারসরি সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও সরকারি সেবার মানোন্নয়নে নাগরিকদের মতামত গ্রহণের সংস্কৃতি গঠণ ইত্যাদি লক্ষ ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

র্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্পের

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]-[redacted]) [redacted] [redacted] [redacted]